দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষকতাকে পুঁজি করে—

শিক্ষকদের সম্পর্কে বুধবারের দুটি সংবাদপত্রে দুটি খবর ছাপা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে দুটি খবরের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে না কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দুটির মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যাবে।

একটি খবরে বলা হয়েছে যে নেত্রকোনার মদনগঞ্জের একটি গ্রামে একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের নামে নিয়মিতভাবে বেতন তোলা হচ্ছে। অথচ সেখানে আদৌ কোন বিদ্যালয় নেই—নেই কোন ছাত্র-ছাত্রীও। কিন্তু সংশ্লিষ্ট থানার শিক্ষা অফিসার এই অস্তিত্ববিহীন স্কুলের অস্তিত্ব স্বীকার করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বেতন মঞ্জুরির প্রস্তাব পাঠান। এর ফলে চার তথাকথিত শিক্ষক নিয়মিত বেতন পেয়ে আসছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দফতরে অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু কোন প্রতিকার হয়নি।

অন্য খবরটি হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য বিদেশে গিয়েছেন। এদের মধ্যে ৫৫ জন শিক্ষা অবকাশের মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ফিরে এসে চাকরিতে যোগ দেননি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব শিক্ষকের চাকরিচ্যুতির কথা ভাবছেন বলে সংবাদে বলা হয়েছে। এর আগেও কয়েকজন অনুপস্থিত অধ্যাপকের ক্ষেত্রে ঐ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল।

মদনগঞ্জের অস্তিত্বহীন স্কুলটির তথাকথিত শিক্ষক এবং থানা শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধেও হয়তো ব্যবস্থা নেয়া হবে, যেমন নেয়া হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচ্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও দুটি ক্ষেত্রেই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, শিক্ষাদানের ব্যাপারটা এখন আর মুখ্য নয়, সেটা নিতান্তই গৌণ। শিক্ষকতা কিংবা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সুযোগটা এখন নিতান্তই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সোপানে পরিণত হয়েছে। শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভের কিংবা শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মকর্তা হবার ব্যাপারটিকে পুঁজি করে ব্যক্তিগত ফায়দা লোটা হচ্ছে। শিক্ষাদানের বিষয়টি হয়েছে চরম উপেক্ষার শিকার। অথচ উভয়ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই উচ্চশিক্ষিত। দেশ ও জাতি তাদের নিকট থেকে দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করে। সে আশা পূরণ হচ্ছে না। এসব ঘটনা থেকে একদিকে যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃংখলা ও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় তেমনি এক শ্রেণীর শিক্ষাব্রতীর নৈতিক অধঃপতনের পরিচয়ও মেলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক এই ধরনের আচরণ করছেন, তাদের চাকরিচ্যুত করার প্রস্তাব তাই সকলের অনুমোদন লাভ করবে তেমনি মদনগঞ্জের অস্তিত্ববিহীন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন লাভের ব্যাপারেও তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আমরা আশা করছি।

শিক্ষকতা আসলেই একধরনের ব্রত। আমাদের সমাজে একসময় শিক্ষক অতি সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিক্ষক ছিলেন পিতার মত অভিভাবক, বন্ধুর মত পরামর্শদাতা। শিক্ষক ছিলেন শাসক এবং প্রতিপালক। সেই সব মূল্যবোধ এখন ধুয়েমুছে গেছে। উচ্চপর্যায়ের শিক্ষকরা এখন পয়সার লোভে এনজিওদের কনসালট্যান্ট হন—ক্লাস নেবার সময় পাননা। শিক্ষায় দলবাজি করেন। তারা তরুণ ছাত্রছাত্রীকে ইচ্ছামত পথে বসিয়ে দেন। মাসের পর মাস ধরে পরীক্ষার খাতা দেখা হয়না। শিক্ষককে ছাত্ররা শ্রদ্ধা করতে চায়। ভালবাসতে চায়। কিন্তু বড় বেশি খারাপ নজির তৈরি হচ্ছে। আমরা আশা করব শিক্ষকসমাজ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এইসব নজির মোকাবিলা করে শ্রদ্ধার আসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হবেন।